তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭২

**ফিলিস্তিন থেকে ইসরাইলের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিতে**

**নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি বাংলাদেশের আহ্বান**

নিউইয়র্ক, ২৩ জানুয়ারি :

 পূর্ব জেরুজালেমসহ প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইসরাইলের সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা উঠিয়ে নিতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণে নিরাপত্তা পরিষদকে ‍ওআইসি’র পক্ষে আহ্বান জানালেন জাতিসংঘ নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। নিরাপত্তা পরিষদে ‘ফিলিস্তিনি প্রশ্নসহ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি’ শীর্ষক উন্মুক্ত বিতর্কে ওআইসি ও বাংলাদেশের পক্ষে প্রদত্ত বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

 স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, এ ধরনের হুমকি ও সহিংসতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে পারে না। ইসরাইলের প্রতি শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহ বিশেষ করে রেজুলেশন ২৩৩৪ এর বাস্তবায়নে ইসরাইলকে বাধ্য করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপরই বর্তায়।

 ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইল কর্তৃক সৃষ্ট অপরাধের তদন্ত শুরু করার যে পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গ্রহণ করেছে তা স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি আশা প্রকাশ করেন আইসিসি দ্রুততার সাথে এটি বাস্তবায়ন করবে। স্থায়ী প্রতিনিধি আরো বলেন, ইসরাইলের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সহিংসতার দায়দায়িত্ব নিরূপণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই কেবল বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ হতে পারে।

 জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবসমূহ, আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত ‘টার্ম অভ্ রেফারেন্স’ ও দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান কাঠামোর ভিত্তিতে পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বহুপাক্ষিক রাজনৈতিক শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আরো দায়িত্বের সাথে ও গঠনমূলকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০২০/১২২০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭১

**বীমা মেলা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ জানুয়ারি বীমা মেলা-২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে খুলনা জেলায় ৪র্থ ‘বীমা মেলা-২০১৯’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি মেলার আয়োজক-গ্রাহকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জীবনমানের উন্নয়নে সকল সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের জীবনের এবং সম্পদের ব্যবস্থাপনায় আর্থিক সুরক্ষার মাধ্যম হিসেবে বীমা শিল্প একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। এ লক্ষ্যে বীমা শিল্পের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ২০১০ সালে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ও বীমা আইন-২০১০ প্রণয়ন এবং ২০১৪ সালে জাতীয় বীমা নীতি প্রণয়ন করি। বীমার চাহিদা প্রসার এবং বীমা শিল্পের প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য আমরা অটোমেশন পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে সনাতনী বীমা থেকে আধুনিক ডিজিটাল বীমা ব্যবস্থা চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

 আমরা জনসাধারণের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা, সার্বজনীন পেনশন, কৃষি বীমা এবং শিক্ষা বীমা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে প্রবাসী কর্মীদের সুরক্ষার জন্য প্রবাসী বীমা প্রচলন করেছি। বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, অটিস্টিক শিশুর সুরক্ষা, বেকারত্ব এবং মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় বীমাকে একটি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী দশকে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পসমূহের সুরক্ষা, বৃহৎ অবকাঠামো ও বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের সুরক্ষায় বীমা শিল্প বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

 বীমার উপকার ও সুবিধা সম্পর্কে দেশবাসীকে স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বীমা মেলা একটি আকর্ষণীয় মাধ্যম হতে পারে। উন্নত বিশ্বের মতো সর্বক্ষেত্রে বীমা শিল্পের ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমি ‘বীমা মেলা-২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শামীম/২০২০/১১.৩৭ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০

**বীমা মেলা উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৯ মাঘ (২৩ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘বীমা মেলা-২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ‘বীমা মেলা ২০১৯’ খুলনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত গ্রাহকসাধারণ এবং বীমা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বীমা শিল্প বিশ্বে আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তার অন্যতম একটি সেবা ব্যবস্থা। বীমা শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও ব্যক্তিকে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির বিপরীতে বীমা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সুরক্ষা দিয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশের বীমা কোম্পানিসমূহকে রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং তখন থেকেই বাংলাদেশে বীমা শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়ছে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। এসব শিল্প ও সেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট সম্পদের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি মোকাবিলায় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বীমা বিশ্বব্যাপী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা। দেশের টেকসই উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থিক খাত বিশেষ করে বীমা খাতের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব অর্জন অপরিহার্য। বীমা খাতের উন্নয়নে উদ্ভাবনী বীমা পলিসি বিপণনের কাজে বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্রবীমা উদ্ভাবনী পলিসির প্রচলন বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। ‘বীমা মেলা ২০১৯’ আয়োজনের মাধ্যমে দেশে বীমা খাতের প্রচার এবং প্রসার ঘটবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি ‘বীমা মেলা ২০১৯’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জসীম/*আসমা/২০২০/১০৩০ ঘণ্টা*

আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না